খুঁ - ৭৯

তারিখ ... ৪/১১/২০০৭
পৃঃ ৩ ... ২

নূরুল ইসলা

শিক্ষা ব
পরিবর্ত

আমি আগের কয়েকটি লেখায় বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কথা বলেছিলাম। স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে তা যুগোপযোগী নয়। ছিটে-ফোঁটা যেটুকু বিদ্যামান তাও ব্যাপক নকল করার ফলে সার্টিফিকেট নিয়ে যারা বের হয় তাদের জ্ঞানই প্রসারিত হয় না। না জানে ইংরেজি, না জানে বাংলা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষায় নকলের কথা ফলাও করে প্রচারিত হয়ে থাকে। বিশ্বের কোন দেশের স্কুল-কলেজে আমাদের ছেলেদের জায়গা হয় না। প্রতিবেশী দেশ ভারত ও বার্মায় পরীক্ষা নিয়ে জোচ্চোরী নেই। জাতি হিসাবে আমাদের সম্মান দিন দিন নিচের দিকে যাচ্ছে।

মদ্রাসা, শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও ইংরেজি, বাংলা, অংক সংযোজন করা হয়েছে, যাতে মদ্রাসা শিক্ষিতরা আধুনিক যুগের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে, মদ্রাসা শিক্ষিতরা না ঘরকা না ঘাটকা। কোরান, হাদিস, ফেকা তারা পড়ে কিন্তু ওখানেও পরীক্ষায় নকল। ফলে ইসলামী শিক্ষা থেকেও তারা অনেক দূরে অবস্থান করে। একজন মদ্রাসা শিক্ষিত যুবক, না জানে ইংরেজি না জানে বাংলা। এমনকি প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় ইসলামী শরা-শরিয়তও অনেকে জানে না। বাস্তব জীবনে এসে এরা চাকরি পায় না। ফলে যতই ছাত্ররা মদ্রাসা ডিঙ্গিয়ে বের হয়ে আসছে, ততই বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। আগে মিলাদ মাহফিল বা ইসলামী জলসার আয়োজন চলত। ইদানীং ভিডিও, ভিসিআরের সুবাদে তাও বন্ধ। মসজিদ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে। মসজিদের সংখ্যা বাড়লেও, মদ্রাসা শিক্ষিতের তুলনায় অতি নগণ্য।

মদ্রাসা থেকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বের না হওয়ার কারণ নির্ণয়ে দেখা যায়, মাদ্রাসায় যে সব পুস্তক-কিতাব পড়ানো হয়, তা অনেক আগের লেখা। আধুনিক ধ্যান-ধারণার বই-পুস্তক পড়ানো হয় না। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে পড়ানোর মতো শিক্ষকও মাদ্রাসায় নাই। শুধু ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের কথা

ইসলামের গোঁড়া
সুফীবাদীরা বেশ-ভুষা
ভিন্ন প্রমাণ করার
তেমনি বর্তমানেও মা
বেশ-ভুষায় নিজেদের
করে ফেলেছেন। ফ

আমাদের বিভিন্নমু
আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে ত
দরকার। শিক্ষা-দীক্ষায় পি
দিন আসবে, উন্নত জাতির দাস
মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশেই আধুনিক শি
এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাদের
আমাদেরকে সেই পুরানো
ধর্মের দোহাই দিয়ে
করতে পারলে তা

বলি কেন? কবি, দার্শনিক, কারিগর কোন কিছু সৃষ্টিতেই এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান নাই।

মদ্রাসা থেকে যারা শিক্ষা শেষে বের হন তাদের সঙ্গে সমাজের অন্য মানুষগুলোর সঙ্গে ভিন্নতা সুস্পষ্ট। অনেকে ভাবেন, 'ওরা মৌলানা আমরা মানুষ।' অর্থাৎ মৌলানারা যে সমাজের একটা অংশ অনেকে ভুলতে বসেছেন।

একটা দেওয়ালের
ব্যবস্থাকে বেশিদূর
দেওয়া সঠিক হবে ন
এক জায়গায় সন্ধি
মদ্রাসা শিক্ষা ব্যব
করে নতুন করে
অথবা স্কুল-কলেজ
একীভূত করে এগি
দেশে দু'রকম শিক্ষা

পরিণত করেছে। সম্প্রতি একটি ভুয়া কোম্পানির নামে লুব অয়েল সরবরাহ করে তিনি অবৈধভাবে প্রায় দেড় লাখ টাকা আয় করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সূত্র মতে কেবল প্রতিষ্ঠিত কারখানায় লুব অয়েল সরবরাহ করার নিয়ম থাকলেও পূবালী ব্যাংকের একটি ভুয়া পে-অর্ডারের মাধ্যমে ওই ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে এক লাখ ৩৬ হাজার টাকার লুব অয়েল সরবরাহ করে যমুনা অয়েল কোম্পানি। নিয়ম অনুযায়ী যমুনার প্রতিষ্ঠিত ডিলার ও নামীয় কারখানা ছাড়া লুব অয়েল বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু যমুনার মহাব্যবস্থাপক এই নিয়ম-নীতি লংঘন করে কোন প্রকার তদন্ত ছাড়াই মেসার্স সোনার

দ্বিধাদ্বন্দ্বে : বিরোধী জোট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিএনপি ও শরিকরা শেষ পর্যন্ত পল্টন ময়দানের অনুমতি চেয়ে অঙ্গীকার করেছিল যে, ক্রিকেট টেস্টের স্থাপনাগুলোর যাতে কোন ক্ষতি না হয় তার দায়িত্ব তারা নিজেরা নেবে। এরপরও অনুমতি মেলেনি। চারদল পরে অনুমতি ছাড়াই পল্টনে মহাসমাবেশ করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করে। সরকারের পক্ষ থেকে প্যারেড স্কোয়ারে মহাসমাবেশ করার প্রস্তাবও নাকচ করে দেয়া হয়।

জানা গেছে, দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করলেও চারদল নেতৃবৃন্দের মাঝে সন্দেহ যে, জোর করে মহাসমাবেশ করতে গেলে সংঘর্ষ অনিবার্য। আর এ মুহূর্তে সংঘর্ষে যাওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত হবে তা নিয়েও দ্বিধাদ্বন্দ্ব শুরু হয়।

জানা গেছে, চারদলের লিয়াজোঁ কমিটির একাধিক বৈঠকেও এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান হয়নি। কেউ কেউ মহাসমাবেশ নিয়ে সংঘর্ষে না গিয়ে হরতাল ডাকার পরামর্শ দিচ্ছেন। কেউ প্যারেড স্কোয়ারে মহাসমাবেশ করার জন্যও বলেছেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি নেতৃবৃন্দ।

একজন নেতা জানান, এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের কারণে মহাসমাবেশের প্রস্তুতিও তেমন নিতে পারেনি চারদল। তাই শেষ পর্যন্ত হরতাল ডাকার সম্ভাবনাই বেশি।

বিএনপির দায়িত্বশীল একজন নেতা জানান, লিয়াজোঁ কমিটির নেতারা আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে দায়িত্ব দিয়েছেন খালেদা জিয়ার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে। তিনি রাতে অথবা আজ শনিবার সকালে খালেদা জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। সেই অনুযায়ী লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হবে। লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকও আজই হবে।

এই প্রকল্পে
চাওয়া
প্রয়োজনীয়
সংস্থা ইতি
সূত্র জানায়
কোন এলা
ভেক্টর কো
করা হবে
ডেঙ্গুর জীব
মশার কী
কর্মকর্তা-ক
দেখা ও
প্রকল্পের উ
অন্যদিকে,
ডেঙ্গু ইন
কাজ হবে
এবং এ
করা। এই
লাখ টাক
প্রকল্পের
জনসংখ্যা,
আওতায়
এছাড়া স্বা
নামে আ
গত বছর
হয়েছিল
বাস্তবায়নে
করা
আইইডিসি
লাইন ডি
তোয়াক্কা
ডিরেক্টর ক
ডেঙ্গু প্র
যোগাযোগ
পরিচালক
যুগান্তরকে
পর্যায়ে রা
হাতে
সচেতনতা
হার শতক

আজ

সালের ৮
সালে দশ
এবং সং
লক্ষ্য করা
একাদশ
সালের
সর্বাধিক
সংশোধনী